এইচএসসির ফল

# একজনের রোল নম্বরে আসছে অন্যের তথ্য

ভালুকা (ময়মনসিংহ)
প্রতিনিধি

৩০ নভেম্বর, ২০২৩
০৯:২০

শেয়ার

অ +

অ -

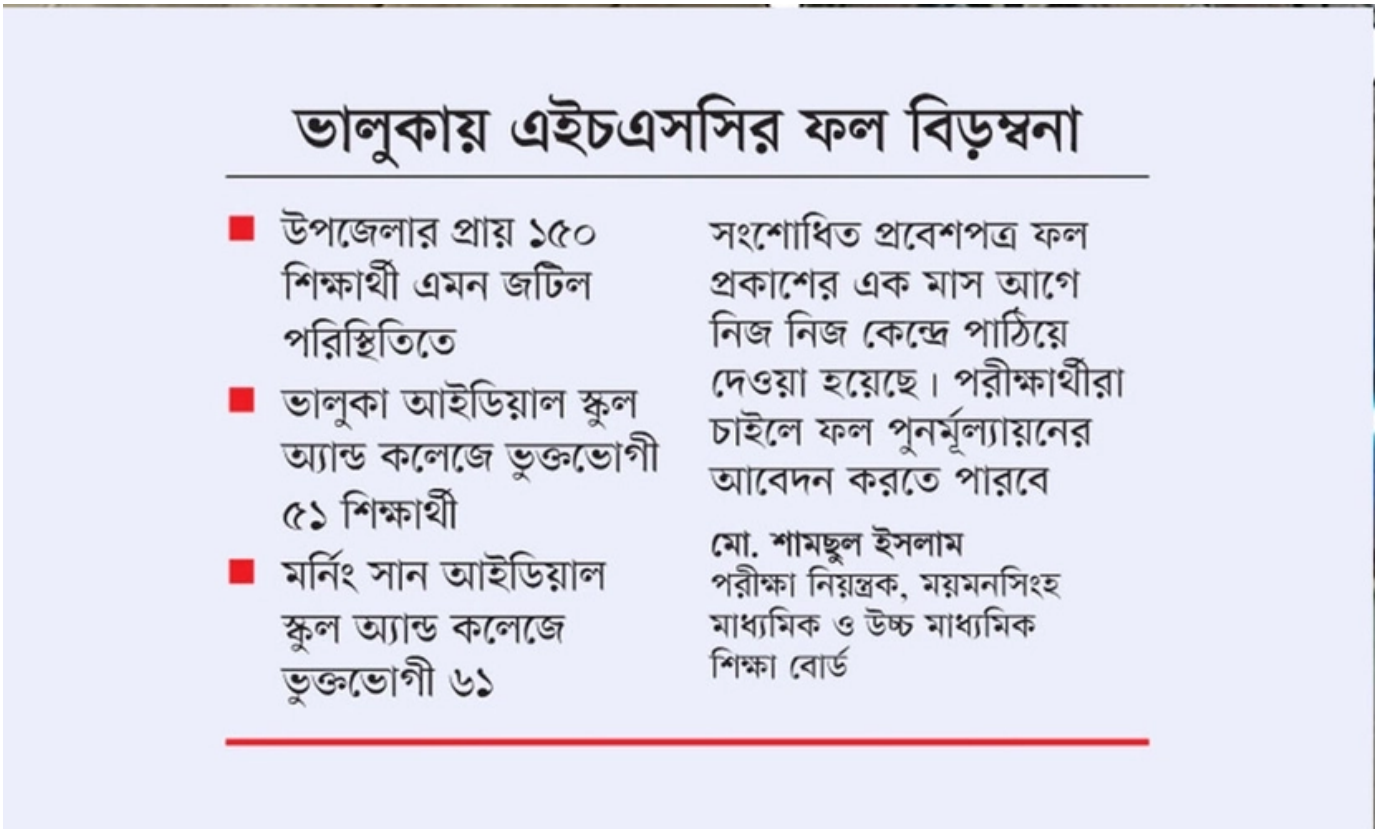


চলতি বছর ময়মনসিংহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মানবিক শাখা থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন মোছা. কাকন আক্তার। তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভালুকা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। রোল নম্বর ৪০৮৭২৪। গত রবিবার পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর নিয়মমতো মোবাইল ফোনে নিজ রোল নম্বরে সার্চ দেন তিনি।

এতে তাঁর নামের স্থলে সুসং দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাজহারুল ইসলামের তথ্য আসে।

একই ঘটনা ঘটেছে ওই কলেজের ইসরাত জাহান জেরিনসহ ৫১ জনের ক্ষেত্রে। মর্নিং সান আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৬১ জন শিক্ষার্থীও একই বিড়ম্বনায় পড়েন। সব মিলিয়ে উপজেলার প্রায় দেড় শ শিক্ষার্থী তাঁদের ফল নিয়ে এমন জটিল পরিস্থিতিতে পড়েছেন।

এ ঘটনায় গত সোমবার সকালে ভালুকা মর্নিং সান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষকে নিজ কার্যালয়ে কয়েক ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। পরে ভালুকা মডেল থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

গতকাল বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

এ সময় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এরশাদুল আহম্মেদ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, বিভিন্ন অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন দিয়ে এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করা জন্য তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের সূত্রে জানা যায়, ভালুকা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে চলতি বছর ৫৬ জন শিক্ষার্থী মানবিক বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করেন। পরে তাঁদের নামে আসা প্রবেশপত্রে উল্লেখিত রোল নম্বর অনুসারে তাঁরা সব পরীক্ষায় অংশ নেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হলে পরীক্ষার্থীরা কলেজে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁদের রোল নম্বর পরিবর্তন হয়েছে।

এতে শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী কান্নায় ভেঙে পড়েন।

মর্নিং সান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ শিক্ষার্থীদের ভাষ্য, শতভাগ পাসের নিশ্চয়তায় তাঁরা মনিং সান কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দেন। ফল প্রকাশের দিন তাঁরা কলেজে গেলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের হাতে নতুন রোল নম্বর বসানো আরেকটি প্রবেশপত্র ধরিয়ে দেন।

মুন্নি নামের এক পরীক্ষার্থীর ভাষ্য, তিনি গাজীপুরের মাওনা পিয়ার আলী কলেজ থেকে টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করেন। পরে শতভাগ পাসের নিশ্চয়তায় ২৮ হাজার টাকায় ফরম পূরণ করে মর্নিং সান কলেজে থেকে পরীক্ষা দিয়েছেন।

ভালুকা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, তাঁরা প্রত্যেকে সাড়ে ছয় হাজার টাকায় ফরম পূরণ করে প্রবেশপত্রে পাওয়া রোল নম্বর অনুযায়ী পরীক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, রোল নম্বর উলটপালট হওয়ার করণে এই সমস্যা হয়েছে। তাঁরা তাঁদের আগের রোল নম্বরে ফল প্রকাশের দাবি জানান।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সাড়ে ছয় হাজার করে টাকা নেওয়া কথা অস্বীকার করে ভালুকা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. হাফিজ উদ্দিন সুমন জানান, রোল নম্বর পরিবর্তনের বিষয়ে তাঁর কিছুই করার নেই। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে।

শতভাগ পাসের নিশ্চয়তা দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে মর্নিং সান স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আতাউর রহমান জুয়েল বলেন, তাঁরা বোর্ডের নিয়মের বাইরে কোনো টাকা নেননি। তাঁর কলেজ থেকে এ বছর ৮১৬ জন পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মধ্যে ৬১ জনের রোল নম্বর পরিবর্তন হয়েছে।

ইউএনও এরশাদুল আহম্মেদ জানান, মর্নিং সান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও ভালুকা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের সমস্যার বিষয়ে জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের হুমকি দেওয়ার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ময়মনসিংহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. শামছুল ইসলাম জানান, হয়তো অসতর্কতার জন্য কিছু রোল নম্বর ডুপ্লিকেট হয়েছিল। পরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিক রেখে রোল নম্বরগুলো সংশোধন

এবং যাচাই-বাছাই করে নির্ভুলভাবে ফল প্রকাশ করা হয়েছে। সংশোধিত প্রবেশপত্র ফল প্রকাশের এক মাস আগে নিজ নিজ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা চাইলে ফল পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করতে পারবেন।